নাটোর ভিশন-২০৪১

সেক্টর	ভিশন-২০৪১	কার্যক্রম	বর্তমান অবস্থা	কর্ম পরিকল্পনা			মন্তব্য
				স্বল্পমেয়াদী ২০১৮-২১	মধ্যমেয়াদী ২০২২-৩০	দীর্ঘমেয়াদী ২০৩১-৪১	
মৎস্য	নিরাপদ ও গুণগতমান সম্পন্ন স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন, প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি	১। নাটোর সদর উপজেলার বিভিন্ন বিলের মৎস্য সম্পদ পুনরুদ্ধার					এ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ক্রমশঃ হারিয়ে যাওয়া বিলের অধিকাংশ মৎস্য প্রজাতি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। ফলে বিলসমূহ তার হারানো ঐতিহ্য অনেকটাই ফিরে পাবে।
		- দেশীয় প্রজাতির মাছের ব্রুড ব্যাংক স্থাপন	-	১০%	৭০%	৯০%	
		- মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন	৫ টি	২টি	৩ টি	৫ টি	
		- পলি দ্বারা ভরাটকৃত সরকারী পুকুর, খাল ও বিল পুনঃখনন	-	৫%	২০%	৬০%	
		- আইনে নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার বন্ধকরণ	-	৩০%	৭০%	৯৫%	
		- বিল শুকিয়ে মৎস্য আহরণ বন্ধকরণ	-	২০%	৫৫%	৮০%	
		- বিল নার্সারী স্থাপন		১০%	২০%	৪০%	
		২। প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্যোক্তা তৈরি					এর ফলে এ জেলার মৎস্যচাষীরা আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উক্ত মাছচাষ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানতে ও প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবে।
		- রিসাইক্লিং একুয়াকালচার পদ্ধতি (আরএএস)	-	১ টি	৩ টি	৫ টি	
		- কুচিয়া চাষ পদ্ধতি	-	১ টি	২ টি	৫ টি	
		- মুক্তাচাষ পদ্ধতি	-	-	২ টি	৫ টি	
		৩। নিরাপদ মৎস্য প্রাপ্তির জন্য গুড একুয়াকালচার প্র্যাকটিস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন	-	২০%	৬০%	৯০%	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চয়তা সারাবিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে এ জেলার মৎস্যচাষীবৃন্দ সহজেই নিরাপদ ও হ্যাজার্ডমুক্ত নিরাপদ মাছ উৎপাদন করতে পারবে। উৎপাদিত পণ্য চাহিদা মোতাবেক বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।
		৪। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ	-	-	০১ টি	০৩ টি	যেহেতু নাটোর জেলা মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই চাষী পর্যায়ে লোকসান এড়াতে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মাছ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা জরুরী।
		৫। মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা যান্ত্রিকীকরণ ও ডিজিটালকরণ		১০%	২০%	৫০%	মাছচাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিষয় হলো মাছের কৃত্রিম খাবার। প্রায় ৬০-৮০ ভাগ খরচ হয় কৃত্রিম খাবার ক্রয়ের জন্য। এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য প্রয়োগের হার কমানোর পাশাপাশি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।
		৬। এয়্যারেশন ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ ও ডিজিটালকরণ		১০%	২০%	৫০%	নিবিড় ও আধানিবিড় পদ্ধতিতে মাছচাষের ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত পুষ্টি উপাদানের ক্ষতিকারক প্রভাবকে এয়্যারেশনের মাধ্যমে মৎস্যচাষের পুকুরে পানির প্রবাহ তৈরী এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

mf

সেক্টর	ভিশন-২০৪১	কার্যক্রম	বর্তমান অবস্থা	কর্ম পরিকল্পনা			মন্তব্য
				স্বল্পমেয়াদী ২০১৮-২১	মধ্যমেয়াদী ২০২২-৩০	দীর্ঘমেয়াদী ২০৩১-৪১	
মৎস্য	নিরাপদ ও গুণগতমান সম্পন্ন স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন, প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি	৭। উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ	০.৫০ মেঃটন	১.৫ মেঃটন	৫.০ মেঃটন	৭.০ মেঃটন	পোনামাছ অবমুক্তির মাধ্যমে অভ্যন্তরীন উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা যায়।
		৮। মাছের গুণগত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ		২৫%	৫০%	৯০%	প্রায় ৬০-৮০ ভাগ খরচ হয় কৃত্রিম খাবার ক্রয়ের জন্য। এ খাদ্য গুনগত মানসম্পন্ন ও নিরাপদ হলে সেটি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিপুরক।
		৯। উৎপাদিত মাছের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে উৎপাদনকারী ও বিপনন সংগঠন তৈরী (সমবায় মাছ বাজার)	-	২০%	৪০%	৪০%	অন্যান্য দ্রব্যাদির তুলনায় বাজারে মাছের দাম তুলনামুলকভাবে কম। বিক্রির ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব খুব বেশী। এদের থেকে পরিত্রাণ পাবার পাশাপাশি মাছের ন্যায্য দাম পাবার জন্য সমবায় মাছবাজার বিশেষ প্রয়োজন।
		১০। মাছের রোগ নির্ণায়ক গবেষণাগার স্থাপন	-	১০%	৩০%	৬০%	আধুনিক রোগ নির্ণায়ক গবেষনাগার স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষের ঝুকি থেকে অনেকখানি পরিত্রাণ সম্ভব।
		১১। মাছ সংরক্ষণে আধুনিক মৎস্য সংরক্ষণাগার স্থাপন- ২ টি	-	১০%	৫০%	৭০%	ন্যায্য মূল্য পাবার পাশাপাশি অতিরিক্ত উৎপাদিত মাছ সংরক্ষণে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সংরক্ষণাগার।
		১২। প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান	-	৫%	২০%	৭০%	নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদি শুকিয়ে যাওয়া এবং মনুষ্য ও প্রাকৃতিকসৃষ্ট নানাবিধ কারণে মৎস্য প্রজাতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।মৎস্যজীবী সম্প্রদায় বর্তমানে মানবেতর জীবন-যাপন করছে এবং পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে।
		১৩। সরকারী জলাশয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলেদের আইডি কার্ডের ব্যবহার প্রচলন	-	২০%	৬০%	৮০%	এ জেলায় বিদ্যমান সরকারী জলাশয়গুলো যাতে প্রকৃতি মৎস্যজীবি জেলরা লিজ নিতে পারে সেজন্য তাঁদেরকে প্রদেয় জেলে আইডি কার্ডের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন । ফলে তাদের কর্মসংস্থান ও জীবনমান দুটোই উন্নত হবে।
		১৪। মৎস্যচাষীদের মাছের সঠিক ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে-					বর্তমানে এ জেলায় উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মাছ ঢাকা, সিলেট, চট্রগ্রাম প্রভৃতি স্থানে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা হচ্ছে। কিন্তু সিন্ডিকেটের কারণে তারা সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। এ জন্য তাদের জন্য নতুন নতুন বাজার সন্ধানে সহায়তা প্রদান করা হবে। তাছাড় তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে তারা যাতে সহজেই বাজারমূল্য ও অন্যান্য তথ্যাদি পায় তার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাপস্ তৈরি ও অন্যান্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। ফলে মৎস্যাচাষীরা সহজেই
		- নতুন নতুন বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণে (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক) সহযোগিতা প্রদান	-	১ টি	২ টি	৩ টি	
		- বাজার ব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তি উন্মেষ ঘটানো	-	১০%	৪০%	৮০%	

সেক্টর	ভিশন-২০৪১	কার্যক্রম	বর্তমান অবস্থা	কর্ম পরিকল্পনা			মন্তব্য
				স্বল্পমেয়াদী ২০১৮-২১	মধ্যমেয়াদী ২০২২-৩০	দীর্ঘমেয়াদী ২০৩১-৪১	
							মাছ বাজার মূল্য অনুযায়ী বাজারজাত করতে পারবে।
		১৫। উৎপাদিত মাছের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ উদ্যোক্তা তৈরি (ফিশ বল, ফিলেট, ফিস সস, ফিস পাউডার, ফিস বার্গার ইত্যাদি)	-	২ জন	৫ জন	১০ জন	উন্নত বিশ্বে মাছকে বিভিন্নভাবে (ফিশ বল, ফিলেট, ফিস সস, ফিস পাউডার ইত্যাদি) বাজারজাত করা হয়। ফলে মাছ খাদ্য তালিকায় কোন না কোনভাবে থাকেই। এ জেলায় যদি উক্ত বিষয়গুলোর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উদ্যোক্তা তৈরি করা যায়, তবে একদিকে যেমন মাছের বহুবিধ নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বচ্ছলতা গতিশীল হবে।
		১৬। খামারী পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে সুষমখাদ্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান	-	২০%	৬০%	৯৫%	এটি স্পষ্টত দৃশ্যমান যে, অধিক খাদ্য মূল্যের কারনে বর্তমানে মৎস্যচাষীরা মাছ চাষে লাভবান হতে পারছেন না। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের মৎস্যখামারীরাও স্বল্পমূল্যে গুণগতমান সম্পন্ন খাদ্য তৈরি করতে পারবে। ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে।
		১৭। খামারী পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে শতভাগ গুণগত মানসম্পন্ন পোনামাছ প্রাপ্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহায়তা প্রদান	-	২০%	৬০%	৯৫%	অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৎস্যচাষীবৃন্দ সঠিক জাতের ও গুণগত মানের না পাওয়ার কারণে মাছচাষে লাভবান হতে পারেন না। এ উদ্যোগের ফলে মৎস্যচাষীরা সঠিক জাতের ও গুণগতমান সম্পন্ন পোনামাছ পাবেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।

(সুজিত কুমার মুন্সী)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
নাটোর সদর, নাটোর
টেলিফোন: ০৭৭১ ৬২৬৪১
ই-মেইল: sufonatoresadar@gmail.com

mf